শিল্প-সংস্কৃতি মানুষের মনন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে

পবিত্র ঈদুল ফিতরকে ঘিরে কুষ্টিয়ায় শিল্পী ও ব্যবসায়ীদের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে ঈদ আনন্দ মিলনী ও সংগীত সন্ধ্যা। গত মঙ্গলবার শহরের আড়ুয়াপাড়াস্থ আমিন এগ্রো মিলস চত্বরে আয়োজনটি প্রাণবন্ত পরিবেশে সম্পন্ন হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কর অঞ্চল কুষ্টিয়ার কর কমিশনার ও সংগীতশিল্পী মোঃ মহিদুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, ঈদের আনন্দ তখনই পূর্ণতা পায়, যখন তা সবার সঙ্গে ভাগাভাগি করা যায়। এ ধরনের আয়োজন সমাজে সম্প্রীতি, বন্ধন ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ জোরদার করে।

তিনি আরও বলেন, শিল্প-সংস্কৃতি মানুষের মনন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। স্থানীয় শিল্পীদের জন্য এমন প্ল্যাটফর্ম তৈরি হলে তারা নিজেদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পায় এবং নতুন প্রজন্ম সুস্থ সাংস্কৃতিক ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে উৎসাহিত আয়োজনের শুরুতেই তাকে ফুল দিয়ে বরণ করেন কবি, লেখক ও সাংবাদিক নূর মোহাম্মদ রবিউল।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া মিউজিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও সংগীতাঙ্গনের পরিচিত মুখ রুহুল আমিন।

তিনি বলেন, স্থানীয় শিল্পীদের বিকাশ এবং সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চা এগিয়ে নিতে এ ধরনের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজু আহমেদ, একে এম শোয়েব, ড. মোঃ শরীফুল ইসলাম দুলু, ওস্তাদ আবু সাইদ বিশ্বাস এবং মোঃ আবু জাফর মল্লিক।

বিশেষ অতিথি একে এম শোয়েব তার বক্তব্যে বলেন, ঈদের এই আনন্দঘন মুহূর্ত কেবল উৎসবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এটি মানুষের মাঝে পারস্পরিক সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও ঐক্যের বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে। তিনি আরও বলেন, শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা একটি সমাজকে এগিয়ে নেওয়ার

গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, আর এ ধরনের আয়োজন তরুণ প্রজন্মকে ইতিবাচক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে সহায়তা করে।

সাংস্কৃতিক পর্বে সংগীত পরিবেশন করেন কুষ্টিয়ার ব্যান্ড জগতের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী রবিউল ইসলাম রবি, সংগীতশিল্পী ফারহানা জাবির, কর পরিদর্শক বজলুর রহমান, শিল্পী মাসুদ রানাসহ আরও অনেকে। তাদের পরিবেশনায় দর্শক-শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে ওঠেন এবং পুরো আয়োজনটি উৎসবমুখর হয়ে ওঠে।

আয়োজকরা জানান, ঈদের আনন্দকে আরও অর্থবহ করে তুলতে এবং শিল্পী ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদার করতেই এ আয়োজন করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের আয়োজন অব্যাহত রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করেন তারা।

অনুষ্ঠানটি স্থানীয় সংস্কৃতি অঙ্গনে নতুন প্রাণসঞ্চার করেছে বলে মনে করছেন উপস্থিত অতিথি ও দর্শনার্থীরা।

সাংস্কৃতিক মন্দাভাব কাটিয়ে ‘হিন্দোল কুষ্টিয়া’র বসন্ত মেলা

দীর্ঘদিনের সাংস্কৃতিক স্থবিরতা কাটিয়ে আবারও প্রাণ ফিরে পেল কুষ্টিয়ার সাংস্কৃতিক অঙ্গন। ‘হিন্দোল কুষ্টিয়া’র উদ্যোগে জেলা শিল্পকলা একাডেমির আঙিনায় শুরু হয়েছে সংগঠনের ২৬ বছর পূর্তি উপলক্ষে ৮ দিনের বসন্ত মেলা ও সাংস্কৃতিক উৎসব।

বর্ণিল আয়োজনে সেজে ওঠা এই উৎসব যেন হয়ে উঠেছে শিল্পী- সংস্কৃতিকর্মীদের এক প্রাণের মিলনমেলা।

কুষ্টিয়াসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা ‘হিন্দোল’-এর বর্তমান ও প্রাক্তন শিল্পীরা এক মঞ্চে মিলিত হয়ে তৈরি করেছেন আবেগঘন এক পরিবেশ।

অনুষ্ঠানের সূচনায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী ইমা ইসলাম, রোকসানা পারভীন, প্রমীত হাসান, সৃষ্টি, সুজন রহমান, হাসান হুসাইন, নন্দিতা, রূপন্তী, তিশা, সৃজন, এসএম টিপু সুলতান ও শুভায়ন বিশ্বাস। তাঁদের সুরে সুরে মুখর হয়ে ওঠে পুরো প্রাঙ্গণ।

বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে ছিলেন প্রথিতযশা কিবোর্ডিস্ট প্রতীক হাসান, যার সুরেলা পরিবেশনা দর্শকদের মুগ্ধ করে।

আয়োজকরা জানান, ‘হিন্দোল কুষ্টিয়া’ সবসময়ই সুস্থ ধারার সংস্কৃতি চর্চায় বিশ্বাসী। নতুন প্রজন্মকে শুদ্ধ সংস্কৃতির পথে উদ্বুদ্ধ করা এবং স্থানীয় শিল্পীদের জন্য একটি শক্ত মঞ্চ তৈরি করাই তাঁদের মূল লক্ষ্য।

উৎসব চলাকালীন প্রতিদিন থাকছে গান, নৃত্য, আবৃত্তি ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। দর্শকদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে প্রতিদিনই জমে উঠছে আয়োজন।

এই বসন্ত মেলা ও সাংস্কৃতিক উৎসব কুষ্টিয়ার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নতুন করে প্রাণের সঞ্চার করবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা।

কুষ্টিয়ায় বিজিবির অভিযানে ২৯ লাখ টাকার পণ্য উদ্ধার

কুষ্টিয়ায় মাদক ও চোরাচালানবিরোধী ধারাবাহিক অভিযানে প্রায় ২৯ লাখ টাকার চোরাচালানি পণ্য উদ্ধার করেছে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি)।

সোমবার (১৬ মার্চ) ও মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের অধীনস্থ বিভিন্ন বিওপির টহলদল সীমান্তবর্তী এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে এসব মালিকবিহীন ভারতীয় পণ্য জব্দ করে।

মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) দুপুরে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য নিশ্চিত করেন ৪৭ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাশেদ

কামাল রনি।

বিজিবি বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর জেলার কাথুলী, শুভরাজপুর, চিলমারী, রংমহল, রামকৃষ্ণপুর, আশ্রয়ণ ও মথুরাপুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকায় মাদক ও চোরাচালানবিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় পরিত্যক্ত অবস্থায় ৫ হাজার ২২০ পিস ডেক্সামেথাসন ট্যাবলেট, ৪ হাজার ২৫০ পিস সিপ্রোহেপ্টাডিন ট্যাবলেট, ২৩ বোতল মদ এবং ২১৪ প্যাকেট পাতার বিড়ি উদ্ধার করা হয়। এসব পণ্যের আনুমানিক মূল্য ২৮ লাখ ৮৭ হাজার ২৭০ টাকা।

কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) আরও জানায়, সীমান্ত এলাকায় মাদক, চোরাচালান ও অন্যান্য অপরাধ দমনে তারা সবসময় কঠোর অবস্থানে রয়েছে। দেশের সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং অবৈধ কার্যক্রম প্রতিরোধে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

ভেড়ামারায় ১০ বছরের মাদ্রাসা ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ, সুপার গ্রেপ্তার

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় জামিলাতুন্নেছা মহিলা মাদ্রাসার ১০ বছর বয়সী এক আবাসিক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে ওই মাদ্রাসার সুপার ও প্রতিষ্ঠাতা সাইদুর রহমানের বিরুদ্ধে।

বর্তমানে ভুক্তভোগী শিশুটি রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আইসিইউতে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছে।

ভুক্তভোগী শিশুটির পরিবার জানা গেছে, পার্শ্ববর্তী দৌলতপুর উপজেলার মরিচা ইউনিয়নের বাসিন্দা ওই শিশুটি প্রায় ৮ মাস আগে ভেড়ামারার চৈতন্য মোড়ে অবস্থিত জামিলাতুন্নেছা মহিলা মাদ্রাসায় ভর্তি হয়। মাদ্রাসাটির দ্বিতীয় তলায় আবাসিক ছাত্রী হোস্টেল এবং নিচতলায় সপরিবারে থাকতেন অভিযুক্ত সুপার সাইদুর রহমান। পুরো মাদ্রাসায় তিনিই একমাত্র পুরুষ শিক্ষক ছিলেন।

গত রোববার মাদ্রাসার ছুটির দিনে শিশুটির মা তাকে নিতে আসলে বিষয়টি জানাজানি হয়। শুরুতে সুপারের স্ত্রী শিশুটির অসুস্থতার (জ্বর) কথা বলে ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসকরা শিশুটির শারীরিক অবস্থার অবনতি দেখে দ্রুত তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরের পরামর্শ দেন।

ভুক্তভোগী শিশুটির মা কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেন, “ভর্তির সময় এখানে ৪০-৪৫ জন ছাত্রী ছিল, এখন মাত্র ৭ জন আছে। ওরা আমার মেয়ের জীবন শেষ করে দিয়েছে। আমি এই নরপশুর কঠিন বিচার চাই।”

শিশুটির বাবা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, “কোরআন শেখার জন্য মেয়েকে মাদ্রাসায় দিয়েছিলাম। এমন সর্বনাশ যেন আর কারো না হয়। এরা পশুর চেয়েও জঘন্য।”

এদিকে অভিযুক্ত সাইদুর রহমান ও তার স্ত্রী বিষয়টি অস্বীকার করলেও স্থানীয়দের মাঝে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এলাকাবাসীর প্রশ্ন, মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের কোনো দায় না থাকলে শিশুটি এমন আশঙ্কাজনকভাবে অসুস্থ হলো কীভাবে?

এ বিষয়ে ভেড়ামারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ জাহেদুর রহমান জানান, অভিযোগ পাওয়ার পরপরই অভিযুক্ত সাইদুর রহমানকে আটক করে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, ঘটনার সঠিক তদন্ত করে দ্রুত প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কুষ্টিয়ার নতুন জেলা প্রশাসক হিসেবে তৌহিদ বিন-হাসানের যোগদান

কুষ্টিয়ার নতুন জেলা প্রশাসক (ডিসি) হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন তৌহিদ বিন-হাসান।

সোমবার (১৬ মার্চ) বিকেলে তিনি কুষ্টিয়া সার্কিট হাউসে পৌঁছালে

ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক আহমেদ মাহাবুব-উল-ইসলামসহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন। এরপর সন্ধ্যায় তিনি নিজ কার্যালয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

তৌহিদ বিন-হাসান এর আগে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন। গত রোববার (১৫ মার্চ) তাকে কুষ্টিয়ার ডিসি হিসেবে নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে সরকার। অন্যদিকে, বিদায়ী জেলা প্রশাসক ইকবাল হোসেনকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ওএসডি করা হয়েছে।

২৮তম বিসিএস (প্রশাসন) ব্যাচের কর্মকর্তা তৌহিদ বিন-হাসান কর্মজীবনে হবিগঞ্জের নবীগঞ্জে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এবং ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর ও বরিশালের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন।

শিক্ষাজীবনে তিনি রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাসের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘উন্নয়ন অধ্যয়ন’ (ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ) বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি যুক্তরাজ্যের কভেন্ট্রি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফাইন্যান্স বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

কুষ্টিয়ার খোকসায় মোড়াগাছা- হাশিমপুর খাল পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন

সারা দেশব্যাপী নদী-নালা, খাল ও জলধারা খনন ও পুনঃখনন কর্মসূচির অংশ হিসেবে কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলায় মোড়াগাছা–হাশিমপুর খাল পুনঃখনন কাজের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

সোমবার (১৬ মার্চ) সকালে খোকসা উপজেলার মোড়াগাছা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৩ কিলোমিটার দীর্ঘ মোড়াগাছা–হাশিমপুর খাল পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান এমপি।

এসময় দলীয় তিনি বলেন, দেশের নদী-নালা ও খাল পুনরুদ্ধার করা হলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, জলাবদ্ধতা নিরসন এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। প্রধানমন্ত্রী নির্দেশিত এই কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন এলাকায় খাল ও জলধারা পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া-১ (দৌলতপুর) আসনের সংসদ সদস্য রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা এমপি, কুষ্টিয়া -৪ (খোকসা-কুমারখালি) আসনের সংসদ সদস্য আফজাল হোসেন এমপি, কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের প্রশাসক অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দিন, কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য সৈয়দ মেহেদী আহম্মেদ রুমী, জেলা বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য ব্যারিস্টার রাগীব রউফ চৌধুরীসহ কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ স্থানীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

৩ কিলোমিটার দীর্ঘ মোড়াগাছা–হাশিমপুর খাল পুনঃখনন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং এর আয়োজন করেছে জেলা প্রশাসন কুষ্টিয়া।

সংশ্লিষ্টরা জানান, খালটি পুনঃখনন সম্পন্ন হলে এলাকার পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নত হবে, কৃষি জমিতে সেচ সুবিধা বাড়বে এবং জলাবদ্ধতা কমে স্থানীয় পরিবেশ ও কৃষিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে।

কুষ্টিয়া পৌরবাজারে তিন প্রতিষ্ঠানকে ২০ হাজার টাকা

জরিমানা

কুষ্টিয়ায় বাজার তদারকির অংশ হিসেবে অভিযান চালিয়ে তিনটি প্রতিষ্ঠানকে মোট ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা- অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

শনিবার জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে সদর উপজেলার পৌরবাজার এলাকার বঙ্গবন্ধু সুপার মার্কেটে তদারকিমূলক অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে কাপড়ের দোকান ও কসমেটিকসের দোকান মনিটরিং করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. মাসুম আলী।

তিনি জানান, একদর নীতি অনুসরণের কথা থাকলেও কাপড়ের গায়ে মূল্যতালিকা উল্লেখ না থাকায় পৌরবাজারের থ্রি পিস কর্নারকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়া বিদেশি কসমেটিকসের ক্রয় রশিদ না থাকা এবং পণ্যের মোড়কে আমদানিকারকের নাম ও দেশীয় মূল্য উল্লেখ না থাকায় পৌরবাজারের ইমন ভ্যারাইটিজ স্টোরকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই অপরাধে বিদেশি কসমেটিকসের মোড়কে আমদানিকারকের নাম ও দেশীয় মূল্য উল্লেখ না থাকায় জ্যোতি কসমেটিকসকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। অভিযানের সময় এসব জরিমানা আদায় করা হয়।

বাজারে ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা এবং ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষায় এ ধরনের তদারকি অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

এ সময় অভিযানে সহযোগিতা করেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ও দায়িত্বপ্রাপ্ত উপজেলা নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক।

এছাড়া আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় জেলা পুলিশের একটি চৌকস টিম এবং র্যাব-১২ কুষ্টিয়া ক্যাম্পের একটি টহল দল উপস্থিত ছিল।

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা বাজারে দুই প্রতিষ্ঠানকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের তদারকিমূলক অভিযানে দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে ভেড়ামারা উপজেলার ভেড়ামারা বাজার এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে মুদি দোকান, শিশু খাদ্যের দোকান, কাপড়ের দোকান এবং কসমেটিকস সামগ্রীর দোকান মনিটরিং করা হয়।

অভিযানকালে সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত পাকিস্তানি কসমেটিকস বিক্রয় ও বিক্রয়ের জন্য সংরক্ষণ করায় সেলিম কসমেটিকসকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়া মোড়কজাত শিশু খাদ্যের মোড়কে উৎপাদনকারীর নাম, ঠিকানা, মেয়াদ এবং সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয়মূল্য উল্লেখ না থাকায় সিদ্দিক স্টোরকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. মাসুম আলী।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

এ সময় তাকে সহায়তা করেন ভেড়ামারা উপজেলার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ও দায়িত্বপ্রাপ্ত উপজেলা নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক।

অভিযান চলাকালে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জেলা পুলিশের একটি চৌকস টিম এবং র্যাব-১২ কুষ্টিয়া ক্যাম্পের একটি টহল দল উপস্থিত ছিল।

কুষ্টিয়ায় জমে উঠেছে ঈদের কেনাকাটা, ব্যস্ত শহরের মার্কেটগুলো

পবিত্র ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে কুষ্টিয়া শহরে জমে উঠেছে ঈদের কেনাকাটা। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন মার্কেট ও শপিংমলে ক্রেতাদের ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশেষ করে পোশাকের দোকানগুলোতে নারী, পুরুষ ও শিশুদের নতুন পোশাক কিনতে মানুষের উপস্থিতি বেশি দেখা যাচ্ছে।

শহরের এনএস রোড এলাকার বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, লাভলী টাওয়ার শপিং মল, পরিমল টাওয়ার, বঙ্গবন্ধু সুপার মার্কেট, জেলা পরিষদ মার্কেট এবং ছয় রাস্তা মোড় এলাকার বিভিন্ন শোরুমে ক্রেতাদের ভিড় বাড়ছে দিন দিন। এসব মার্কেটে দেশি-বিদেশি নানা ডিজাইনের

পাঞ্জাবি, থ্রি-পিস, শাড়ি, ফতুয়া ও শিশুদের পোশাক পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়াও জনপ্রিয় ব্র্যান্ড ও ফ্যাশন হাউস যেমন আড়ং, দর্জিবাড়ী, আর্টিকেল, সেইলরসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ঈদ উপলক্ষে নতুন নতুন কালেকশন এসেছে। অনেক দোকানে বিশেষ ছাড় বা অফারের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে, যা ক্রেতাদের আকৃষ্ট করছে।

পবিত্র ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে কুষ্টিয়া শহরের বিভিন্ন শপিংমলে জমে উঠেছে ঈদের কেনাকাটা। এরই মধ্যে কুষ্টিয়ার বঙ্গবন্ধু সুপার মার্কেটের “স্টাইল ফ্যাশন” দোকানে দেখা যাচ্ছে নানা ডিজাইনের থ্রি-পিসের সমাহার।

দোকানটিতে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন নতুন ডিজাইনের থ্রি-পিস সাজিয়ে রাখা হয়েছে, যা ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ক্রেতারা ভিড় করছেন তাদের পছন্দের পোশাক কিনতে।

ক্রেতারা জানান, স্টাইল ফ্যাশনে বিভিন্ন রঙ ও ডিজাইনের থ্রি-পিস পাওয়া যাচ্ছে। মান ও দামের দিক থেকেও তারা সন্তুষ্ট। একজন ক্রেতা বলেন, “ঈদ উপলক্ষে পরিবারের জন্য কেনাকাটা করতে এসেছি। এখানে অনেক সুন্দর থ্রি-পিস পাওয়া যাচ্ছে, দামও তুলনামূলক সাশ্রয়ী।”

স্টাইল ফ্যাশনের দোকান মালিক ফিরোজ হোসেন জানান, ঈদকে সামনে

রেখে তারা নতুন নতুন কালেকশনের থ্রি-পিস দোকানে এনেছেন। তিনি বলেন, “ক্রেতাদের চাহিদার কথা বিবেচনা করে বিভিন্ন ডিজাইন ও মানসম্মত পোশাক সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতিদিনই ক্রেতাদের উপস্থিতি বাড়ছে। আশা করছি ঈদের আগের দিনগুলোতে বিক্রি আরও বাড়বে।”

শহরের মীম ফ্যাশনের মালিক রানা জানান, ঈদকে সামনে রেখে গত কয়েক দিন ধরে দোকানে ক্রেতাদের ভিড় বেড়েছে। তিনি বলেন, “ঈদের কেনাকাটার মূল সময় এখন শুরু হয়েছে। আশা করছি ঈদের আগের সপ্তাহে বিক্রি আরও বাড়বে।”

ব্যবসায়ীরা জানান, এবারের ঈদ মৌসুমকে ঘিরে বাজারে নতুন ডিজাইনের পোশাক আনা হয়েছে। অন্যদিকে ক্রেতারাও নিজেদের পছন্দের পোশাক কিনতে পরিবার-পরিজন নিয়ে বাজারে আসছেন।

সব মিলিয়ে ঈদকে সামনে রেখে কুষ্টিয়া শহরের মার্কেটগুলোতে এখন উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে এবং দিন যতই ঘনিয়ে আসছে, কেনাকাটার ব্যস্ততাও ততই বাড়ছে।

কুষ্টিয়ায় জীবন উৎসর্গকারী পুলিশ সদস্যদের পরিবারের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ

কুষ্টিয়ায় কর্তব্যরত অবস্থায় জীবন উৎসর্গকারী পুলিশ সদস্যদের পরিবারের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার সকালে কুষ্টিয়া পুলিশ লাইন্সে পবিত্র ঈদুল ফিতর-২০২৬ উপলক্ষে কর্তব্যরত অবস্থায় জীবন উৎসর্গকারী পুলিশ সদস্যদের পরিবারবর্গের মাঝে ঈদ শুভেচ্ছা ও উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

বাংলাদেশ পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (আইজিপি) মো. আলী হোসেন ফকিরের পক্ষ থেকে এই ঈদ শুভেচ্ছা ও উপহার প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে শহীদ পুলিশ সদস্যদের পরিবারের হাতে উপহার সামগ্রী তুলে

দেন কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) শিকদার মো. হাসান ইমাম এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) ফয়সাল মাহমুদ।

এ সময় কর্মকর্তারা বলেন, দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গিয়ে যেসব পুলিশ সদস্য কর্তব্যরত অবস্থায় জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাদের অবদান জাতি সবসময় শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। শহীদ পুলিশ সদস্যদের পরিবারকে বাংলাদেশ পুলিশ সবসময় পাশে থাকবে বলেও তারা আশ্বাস দেন।

জেলার সাতজন শহীদ পুলিশ সদস্যের পরিবারের কাছে ঈদের শুভেচ্ছা বার্তাসহ খাদ্যসামগ্রী ও উপহার তুলে দেওয়া হয়।